MITRAKSHAR PUBLISHERS

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা

সম্পাদনা : স্বরূপ দে, মিঠু জানা, সোনালী ভূমিজ
সহ-সম্পাদনা : নারায়ণ কুইলা, রুচিরা গুহ, সোনালী গোস্বামী, নিবেদিতা ঘোষাল

MITRAKSHAR PUBLISHERS KOLKATA

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা

সম্পাদনা

ড. স্বরূপ দে

ড. মিঠু জানা

সোনালী ভূমিজ

সহ-সম্পাদনা

ড. নারায়ণ কুইলা

ড. রুচিরা গুহ

ড. সোনালী গোস্বামী

নিবেদিতা ঘোষাল

MITRAKSHAR PUBLISHERS

AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

First Published on
30th November, 2024
by
Amitrakshar™
Publishers
Kolkata – 700068
© Copyright reserved by Dept. of Bengali, Hijli College
ISBN: 978-93-6008-989-4
(Hardback)
Price: 400.00
Title of the Book:
স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা
(Swadhinata Uttar Bangla Upanyse Adhunikata)
Edited by:
Dr. Swarup Dey | Dr. Mithu Jana | Sonali Bhumij
Co-Edited by:
Dr. Narayan Kuila | Dr. Ruchira Guha |
Dr. Sonali Goswami | Nibedita Ghoshal
Language: Multiple languages
Publisher and Type setter: Amitrakshar Publishers
Typeset in Avro Bangla Keyboard
Page No.: 238
Printed by: Amitrakshar Publishers & M. Enterprises
Website: www.amitrakshar.co.in
Website link: https://www.amitrakshar.co.in/book/
Email id: amitraksharpublishers@gmail.com
Phone/ WhatsApp Number: 9735768900
Published by:

Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata- 700068

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including, photocopying and recording, or in any information shortage or retrieval system, without permission in writing form the publisher.

সম্পাদকীয় বোর্ড

সম্পাদনা

ড. স্বরূপ দে | ড. মিঠু জানা |
সোনালী ভূমিজ

সহ-সম্পাদনা

ড. নারায়ণ কুইলা | ড. রুচিরা গুহ |
ড. সোনালী গোস্বামী | নিবেদিতা ঘোষাল

মুখ্য উপদেষ্টা

শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি, হিজলি কলেজ, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক (ড.) আশিস কুমার দণ্ডপাট

অধ্যক্ষ, হিজলি কলেজ, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

উপদেষ্টা মণ্ডলী

অধ্যাপক (ড.) বাণীরঞ্জন দে

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর

অধ্যাপক (ড.) নাড়ুগোপাল দে

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

ড. শামস্ আলদীন

সহকারী অধ্যাপক

সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

সমস্ত বইপ্রেমী

পাঠকদের উদ্দেশ্যে

কথাবৃত্ত

ভারতে স্বাধীনতা এল আর বাংলা উপন্যাস-সৃষ্টি একেবারে নতুন খাতে নতুন রূপে বইতে শুরু করল, এমনটা হওয়ার কথা নয়, হয়ওনি। তবে এও ঠিক, পরিবর্তিত পরিস্থিতি লেখকের মনে নতুন ভাবনা, পৃথক প্রেরণা অবশ্যই আনে। যার ফলে পরবর্তীকালের উপন্যাস পূর্ববর্তীকালের উপন্যাসের থেকে ধীরে ধীরে তার স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট করতে থাকে। একে উপন্যাসের 'আধুনিকতা' বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। 'আধুনিকতা' শব্দের ব্যবহারে অবশ্য সতর্ক থাকতে হয়, কারণ, তা নিয়ে বিতর্ক উঠে আসে। সমকাল ও আধুনিকতা এক নয়। সাধারণ নিয়মেই বাংলায় কালে কালে অনেক পটপরিবর্তন হয়েছে। খুব বড় পরিবর্তন ধরলে শেষটি অবশ্যই স্বাধীনতার পর। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় ও পরবর্তী সময়ের মধ্যে সার্বিকভাবে বাংলার রূপান্তর ঘটেছে। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে — স্বাধীনতার কাল ও কালোত্তরে পৃথক প্রবণতা স্পষ্ট লক্ষণীয়। পাশ্চাত্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাম্প্রতিক পর্যন্ত পর্বের অভিনবত্বকে পূর্বকালিক আধুনিকতার থেকে স্বতন্ত্র বোঝাতে উত্তর আধুনিকতা বলা হয়েছ। ১৯৪১ সালে আইরিশ ঔপন্যাসিক জেমস্ জয়েস ও ইংরেজ ঔপন্যাসিক ভার্জিনিয়া উল্‌ফ — দুজনেই মারা যান। এই সময় থেকে অনেকে স্থূলভাবে উত্তর আধুনিকতার একটা সূচনা নির্দেশ করেন। এখানে 'উত্তর' (post) বিশেষণটি নতুন কাল (era) অর্থে নয়, পূর্বকালিক আধুনিকতার (modernism) সঙ্গে পার্থক্যের বোধসৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত। একে বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে আধুনিকতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং দেশভাগের পরে ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই কালান্তরকে স্থূলভাবে 'নব আধুনিকতা' বলে নির্দেশ করা যায় মাত্র। যদিও 'আধুনিক' বলতে যে 'মর্জি'র কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তার জোর এখানে খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। যাই হোক, স্বাধীনতা পরবর্তী অচিহ্নিত-উত্তর বিস্তৃত কালসীমায় উপন্যাস-সৃষ্টির এই আলোচনা গ্রন্থে আধুনিকতা শব্দটি অগভীরভাবে কাল-পর্ব বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে উক্ত এই আধুনিকতার লক্ষণ ও বিষয় পর্যালোচনার সংকলন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির লেখক কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত সমালোচক ও অধ্যাপক এবং সমালোচনার জগতে নবাগত কয়েকজন গবেষক।

পর্যালোচিত বিষয়গুলি বৈচিত্র্যময়। আধুনিকতার লক্ষণ, সাহিত্যকে আধুনিক পদ্যবাচ্য করে তোলার পদ্ধতি এবং সেই নিরিখে একালের এপার বাংলা ও ওপার বাংলার উপন্যাসের ধারা নিয়ে লিখেছেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. নাড়ুগোপাল দে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়সীমা যেন ভয়ংকর ভূমিকম্পের পর আরও কয়েকটি ছোট-বড় রাজনৈতিক ভূমিকম্পের কাল। নকশাল আন্দোলন এরকমই এক বড় রাজনৈতিক ভূমিকম্প। এই আন্দোলনের ব্যর্থতায় স্বপ্নভঙ্গের কাতরতা ও অসহায়তা কিভাবে সমরেশ বসুর কালজয়ী উপন্যাস 'মহাকালের রথের ঘোড়ায়' বিধৃত হয়েছে তা বিচার করেছেন অধ্যাপক ড. আশিস কুমার সাহু। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা' উপন্যাসে রাজনীতির উত্তাল-তরঙ্গ কিভাবে

সংসারের জীবন-ঘাটে আছড়ে পড়েছে তা বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক অভি কোলে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে সার্বিক উত্তরণের সময়ে ঐতিহ্য, মানবিকতা ও মুক্তি-গৌরবদীপ্ত যে সৃষ্টি-সম্ভার এসেছে, তার রূপরেখা এঁকেছেন ড. শামস্ আলদীন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজাকারদের অনভিপ্রেত পুনর্বাসন নিয়ে লেখা শহীদুল জহিরের উপন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক সত্য, জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ বিচার করেছেন অধ্যাপক স্বরূপ দে। স্বাধীনতা উত্তর কালে এপার বাংলার 'অগ্নিগর্ভ' ও ওপার বাংলার 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে যে রাজনৈতিক উত্তাল সময় বিধৃত হয়েছে, তার পর্যালোচনা করেছেন ড. রুচিরা গুহ। দেশভাগ, উদ্‌বাস্তুর মর্মযন্ত্রণা প্রভৃতি গভীর বিষয়, কিশোর উপন্যাসের সরলতার আড়ালে প্রকাশ করেছেন শঙ্খ ঘোষ। সেই অন্তর্নিহিত সত্যটি উদ্ঘাটন করেছেন অধ্যাপক সনৎ পান।

এই সময়-পর্বে নারী নিয়ে ভাবনা, নারীর অসহায়তা, পুরুষ আধিপত্যের শিকল ভেঙে জেগে ওঠার চেষ্টায় সাফল্য ও ব্যর্থতা, নারী শোষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা কয়েকটি উপন্যাসও আলোচিত হয়েছে। অনিল ঘড়াইয়ের 'নুনবাড়ি'-তে যে নারী জাগরণের আখ্যান তা আলোচনা করেছেন ড. রাকেশ জানা। ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি', নলিনী বেরার 'শবরচরিত', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মাটির অ্যান্টনা' প্রভৃতি একত্রে আলোচিত হয়েছে গবেষক উৎপল ডোমের প্রবন্ধটিতে। নারীর লড়াই এবং প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির চিত্র নিয়ে প্রচেত গুপ্তের 'ধুলোবালির জীবন' উপন্যাসকে বিচার করেছেন ডাক্তার মাহাত।

স্বাধীনতা পরবর্তী এই পর্বটিতে প্রান্তিক মানুষ, ব্রাত্য মানুষ ও অবহেলিত জনপদকে আলোকিত করার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রয়াস দেখা যায়। উচ্চবর্ণের সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব ও শহুরে আভিজাত্যের বিপরীতে প্রান্তিকদের স্বপ্ন, লড়াই প্রভৃতি সপ্রশংস দৃষ্টি ও সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞি', সৈকত রক্ষিতের 'সিরকাবাদ' প্রভৃতি এই প্রকৃতির উপন্যাস। উল্লিখিত উপন্যাস দুটি যথাক্রমে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সুব্রত চক্রবর্তী ও সরোজ কুমার পতি। উপকূলের প্রান্তিক মানুষের কথা নিয়ে রচিত কয়েকটি উপন্যাসে চিত্রিত সামাজিক অত্যাচার ও প্রতিরোধের বিষয় নিয়ে বিচার করেছেন গবেষক চন্দ্রশেখর আদক। মহাশ্বেতা দেবী ও আরও কয়েকজন লেখকের লোধা জনজীবন-ভাবনা পর্যালোচিত হয়েছে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মণ্ডলের প্রবন্ধে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবীর সংগ্রাম ও যন্ত্রণার পরিবর্তিত স্বরূপ গুণময় মান্নার উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। তা ড. মিঠু জানা আলোচনা করেছেন।

বিচিত্র বিষয় ভাবনা ও সৃষ্টি-কৌশলে আধুনিক উপন্যাসগুলি অভিনব। পৌরাণিক কাহিনির পুনর্নির্মাণ ও চরিত্রের নব-বিশ্লেষণ জনপ্রিয় প্রবণতা। গজেন্দ্র মিত্রের 'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসদ্বয় সেই প্রবণতায় সৃষ্ট। অলৌকিক আবরণ উন্মোচিত হয়ে আধুনিক তাৎপর্যে কিভাবে উপন্যাসে পুরাণ আখ্যান আধুনিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে, তা আলোকিত করতে চেয়েছেন অধ্যাপিকা সুলেখা সরদার। গোয়েন্দা কাহিনি নতুন কিছু নয়, কিন্তু মেয়ে গোয়েন্দা কাহিনি নতুন। উপন্যাসে মেয়ে-গোয়েন্দার গোয়েন্দাগিরির অভিনবত্ব গবেষক মিলন বিশ্বাসের আলোচ্য হয়েছে। মানুষের স্বপ্নদর্শন ও স্বপ্নভঙ্গের চিরসত্য নিয়ে লেখা রবিশংকর বল-এর 'স্বপ্নযুগ' উপন্যাস নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন গবেষক লাল্টু মাইতি। ক্রমশ

জটিল জীবন ও জীবনের বেদনাঘাতকে সহ্য করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লেখা মণীন্দ্রলাল বসুর 'এষণা' উপন্যাস আলোচনা করেছেন অঞ্জু মাহাত। মধ্যবিত্ত জীবনের যে বহুতলীয় চারিত্রিক স্বরূপ বাঁধা পড়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্যে, তা উদ্ঘাটিত হয়েছে অধ্যাপিকা নিবেদিতা ঘোষালের প্রবন্ধে। মধ্যবিত্তের সংকট এই পর্বে ক্রম ঘনায়মান। সেই মধ্যবিত্তের সংকট নিয়ে লেখা উপন্যাস বিচার্য হয়েছে গবেষক বুবাই পিরির। সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক এবং আধুনিক মনের বহুমাত্রিক জটিলতা বিশ্লেষিত হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাস অবলম্বনে ড. লিলি সরকারের আলোচনায়। বহুকালাগত সংস্কারের শিকড়ের জাল ও শিকড় ছেঁড়ার প্রচেষ্টা 'অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসে প্রদর্শিত। তা গবেষিকা পিয়ালী দাসের আলোচ্য হয়েছে। নাগরিক রুক্ষতার বিপরীতে হারিয়ে যাওয়া গ্রাম-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সারল্যের প্রতি মুগ্ধতার কথা তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কক্ষপথ' অবলম্বনে তুলে ধরেছেন অধ্যাপক প্রসেনজিৎ মণ্ডল। এইকাল পর্বে লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের দুই প্রধান ঔপন্যাসিক — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সতীনাথ ভাদুড়ী, তাঁদের উপন্যাসের বিচার ও ঔপন্যাসিক বিশিষ্টতার সূত্র দিয়েছেন যথাক্রমে অধ্যাপক সুজয় কুমার মাইতি ও অধ্যাপক সেক সাব্বির হোসেন। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পর্বান্তর ও উপন্যাসে পোস্টমর্ডান লক্ষণসহ নতুন প্রবণতার বিষয়টি নিয়ে আমার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

এতগুলি প্রবন্ধের মালায় নি:সন্দেহে সাম্প্রতিক কালের উপন্যাস-সংরূপের ছবিটি গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নানা মৌলিক ভাবনা, সামাজিক ভাবনা ও সমাজ-স্বরূপ দর্শন, সর্বস্তরীয় মানব-অবলোকন, লিঙ্গ-চেতনা, পুরাণের নববিচার, লোক ঐতিহ্যানুরক্তি প্রভৃতি বহুমাত্রিক বিষয় কিভাবে উপন্যাসের অন্বিষ্ট হয়েছে তা উপলব্ধ হবে। হিজলি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবর্গ একারণে ধন্যবাদার্হ। অবশ্যই এই গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠকের জ্ঞাত হওয়া কাঙ্ক্ষিত।

১৫ নভেম্বর, ২০২৪

বাণীরঞ্জন দে
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

কথামুখ

হিজলি কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ও অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ নির্ণায়ক কমিটির (IQAC) সহযোগিতায় গত ১০.০২.২০২৪-এ কলেজের জি.এস.সান্যাল হলে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল: 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা'। এই আলোচনাচক্রে একাধিক গবেষণাপত্র ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। সেই সকল মৌলিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগুলি এখন ছাপার অক্ষরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থের শিরোনাম: "স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা'। এই গ্রন্থপ্রকাশে আমরা খুশি ও আনন্দিত।

উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের নবীণতম শিল্প প্রকরণ। মানবমনের সুসংবদ্ধরূপ এতে ধরা থাকে। জীবনের ব্যাপ্তি, অনুভূতি, মনন ও চিন্তনের প্রকাশ এই উপন্যাস। এর মধ্যে কবিতার কাব্যত্ব, ছোটগল্পের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা, প্রবন্ধের আত্মনিষ্ঠ মননশীল দৃষ্টিভঙ্গি, নাটকের সংলাপ- একই সীমায় সমাহিত হয়। ফলত উপন্যাস সর্বপ্রকার সাহিত্যিক শৈলীর শিল্পিত রূপ। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে যে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে, তার হাত ধরেই বাংলা উপন্যাসের গতিপথ মুক্ত হয় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলা উপন্যাসের হাতে খড়ি ও নকশা প্রস্তুত হয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের হাতে। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সার্থক উপন্যাসের রূপায়ণ ঘটে। একে একে রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখরা বাংলা উপন্যাসকে ভাষা, শৈলী ও আঙ্গিকগতভাবে বিচিত্রধর্মী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেন।

এর পরবর্তীতে সামাজিক পরিস্থিতি ও অবস্থানের বদল, রাজনৈতিক ভিন্ন সমীকরণ, ধর্মকেন্দ্রিক নীতিবাদ, অর্থনৈতিক জিগমিষা, স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, শ্রমিক, কৃষকদের সংগ্রামী মানসিকতার বার্তাবহ রূপে উপন্যাসের আদল ও চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে এক নব আধুনিকতার জোয়ার স্পর্শিত হয়। সেই ধারার প্রবাহমানতা আজও সমানভাবে বহমান। আলোচ্য গ্রন্থে সেই সমস্ত কালজয়ী আধুনিক উপন্যাসের সুচিন্তিত নতুনত্বকে নানা দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণে, মতামতের তীক্ষ্ণ সাপেক্ষে প্রযুক্ত করেছেন প্রাবন্ধিক ও লেখকেরা। দুই বাংলার গবেষক, প্রাবন্ধিকেরা কলম ধরেছেন এই গ্রন্থে।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা সাতাশ। যে সমস্ত ঔপন্যাসিক, উপন্যাস ও তার বিষয়ভাবনাকে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি হল- মণীন্দ্রলাল বসুর 'এষণা'। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা', অনিল ঘড়াই এর 'নুনবাড়ি', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া', গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার', 'কটা ভানারি', 'শালবনি', তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কক্ষপথ', সৈকত রক্ষিতের 'সিরকাবাদ', আনোয়ার পাশার

'রাইফেল রোটি আওরাত', শওকত ওসমানের 'জাহান্নম হইতে বিদায়', শওকত আলীর 'যাত্রা', সৈয়দ শামসুল হকের 'নীলদংশন', সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড', আমজাদ হোসেনের 'অবেলায় অসময়', আব্দুল হাইয়ের 'ফিরে চলো', নারায়ণ-গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক', 'লালমাটি', 'বিদূষক', 'শিলালিপি', গজেন্দ্র মিত্রের 'পাঞ্চজন্য', শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা', ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' রমাপদ চৌধুরীর 'বাড়ি বদলে যায়', রবিশংকর বলের 'স্বপ্নযুগ', তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোয়েন্দা গার্গী', অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর', নলিনী বেরার 'শবর চরিত', প্রচেত গুপ্তর 'ধুলোবালির জীবন', ইত্যাদি। এরই সাথে ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক গতি প্রকৃতি, পোস্টমর্ডান লক্ষণ, ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি, ইত্যাদি বিষয়ও সম্যক পরিসরে উঠে এসেছে। এককথায় ভারত ও বাংলাদেশের উপন্যাসকে এখানে সমান দ্যোতনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে দুই দেশের, দুই বাংলার উপন্যাসের নতুন আধুনিক দ্বার উন্মোচিত হবে আশা করা যায়।

এ গ্রন্থ নির্মাণ যাঁদের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া সুসম্পন্ন হত না তাঁরা হলেন হিজলি কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি, শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ও অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অশিস কুমার দণ্ডপাট মহাশয়। তাঁদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই আলোচনাচক্রের তিন প্রধান বক্তা অধ্যাপক (ড.) নাড়ুগোপাল দে, অধ্যাপক (ড.) বাণীরঞ্জন দে ও ড. শামস্ আলদীন মহাশয়কে। যারা সবসময় এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক (ড.) বাণীরঞ্জন দে মহাশয়কে। যিনি গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। একইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা বিভাগের অনান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদেরকে। যাঁরা তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতার হাত এই গ্রন্থ নির্মাণে বরাবরই বাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই হিজলি কলেজের অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ নির্ণায়ক কমিটির কো-অর্ডিনেটর ও টিচার কাউন্সিলের সেক্রেটারিকে। যাঁদের পরামর্শ আমাদের কাজকে সহজ করেছে। ধন্যবাদ জানাই অমিত্রাক্ষর প্রকাশনীর কর্ণধার অমিত অধিকারীকে, যিনি গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সর্বোপরি, এই গ্রন্থটি যদি ছাত্র-ছাত্রী, অনুসন্ধিতসু পাঠক, গবেষকদের সামান্যতম কাজে লাগে তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

১৫ নভেম্বর, ২০২৪

স্বরূপ দে
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, হিজলি কলেজ
খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

শুভেচ্ছাবার্তা

কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ও অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ নির্ণায়ক কমিটির (IQAC) সহযোগিতায় গত ১০/০২/২০২৪ -এ একটি এক দিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল জি. এস. সান্যাল হলে। উক্ত আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' । আলোচনাচক্রে উঠে এসেছিল বহু মূল্যবান তথ্য। আলোচকদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা সন্ধান দিয়েছিল নতুন পথের। একাধিক মৌলিক প্রবন্ধ ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক-গবেষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের দ্বারা পঠিত হয়েছিল। উক্ত আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত নির্বাচিত গবেষণা নিবন্ধগুলি 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা' শীর্ষক গ্রন্থে একত্রীভূত হচ্ছে জেনে আনন্দিত ও গর্বিত হলাম। এটি কলেজের প্রকাশনার ক্ষেত্রকে আরো সমৃদ্ধ ও মজবুত করবে এই বিশ্বাস রাখি।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসের পরিসর বেশ দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই কালপর্বে দুই বঙ্গের বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির আধুনিকতা চোখে পড়ার মত। একদিকে দেশভাগের পরবর্তী অবস্থা, উদ্বাস্তু সমস্যা, ভাষা সমস্যা অপরদিকে উত্তর আধুনিকতাবাদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঔপন্যাসিকদের কলমে উঠে এসেছে। বহু বিচিত্র মৌলিক বিষয়ের সন্ধান এই গ্রন্থের মধ্য থেকে উঠে আসবে বলে আশা করা যায়।

উক্ত গ্রন্থটির একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক (ড.) বাণীরঞ্জন দে (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। শুভেচ্ছা জানাই অধ্যাপক (ড.) নাড়ুগোপাল দে ও ড. শামস্ আলদীন মহাশয়কে যারা তাদের মূল্যবান লেখা প্রেরণ ও গ্রন্থ নির্মাণে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের ভূমিকাও এক্ষেত্রে প্রশংসিত। ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক মণ্ডলীকে। গ্রন্থটি যাতে অনুসন্ধিতসু পাঠকের নজরে আসে ও বহুল প্রচারযোগ্য হয় তার শুভ কামনা করি।

১৫ নভেম্বর, ২০২৪

আশিস কুমার দণ্ডপাট
(অধ্যাপক (ড.) আশিস কুমার দণ্ডপাট)
অধ্যক্ষ, হিজলি কলেজ
খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

সূচিপত্র

কথাবৃত্ত *v*

কথামুখ *ix*

শুভেচ্ছাবার্তা *xi*

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস: প্রসঙ্গ আধুনিকতা **১**
লেখক : নাড়ুগোপাল দে[১]

একালের উপন্যাস : নতুন প্রবণতা **১৫**
লেখক : বাণীরঞ্জন দে[১]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস: প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ **২২**
লেখক : ড. শামস্ আলদীন[১]

মানুষের কল্যাণকামী ঔপন্যাসিক: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **৩৩**
লেখক : সুজয়কুমার মাইতি[১]

শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা': প্রাসঙ্গিকতা ও বিশ্লেষণ **৪২**
লেখক : স্বরূপ দে[১]

গুণময় মান্না'র উপন্যাস: শ্রমজীবী মানুষের উপাখ্যান **৫৫**
লেখক : মিঠু জানা[১]

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে উত্তাল সময় ভাবনা **৬৪**
লেখক : রুচিরা গুহ[১]

কবি বন্দ্যঘটী গাঞি : কালোত্তীর্ণ ট্র্যাজিক একলব্য **৭৬**
লেখক : ড. সুব্রত চক্রবর্তী[১]

মধ্যবিত্তের কথাকার: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী **৮৭**
লেখক : নিবেদিতা ঘোষাল[১]

'নুনবাড়ি' : লিঙ্গ রাজনীতির প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে নারী জাগরণের আখ্যান **৯১**
লেখক : ড. রাকেশ জানা[১]

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা': একটি বিশ্লেষণ **১০১**
লেখক : অভি কোলে[১]

সমরেশ বসুর মহাকালের রথের ঘোড়া: ব্যর্থ স্বপ্নের নিঃসঙ্গ নায়ক রুহিতন **১০৮**
লেখক : আশিস কুমার সাহু[১]

কথাসাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কক্ষপথ': একটি পর্যালোচনা **১১৫**
লেখক : প্রসেনজিৎ মণ্ডল[১]

মা মহাশ্বেতা দেবী ও লোধা জনজীবন: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন **১২১**
লেখক : রমেশ চন্দ্র মন্ডল[১]

ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী ও মার্শেল প্রুস্ত **১২৭**
লেখক : ড. সেখ সাব্বির হোসেন[১]

সৈকত রক্ষিতের 'সিরকাবাদ': একালের দৃষ্টিতে **১৩২**
লেখক : সরোজকুমার পতি[১]

বাড়ি বদলে যায়: আধুনিক স্ববিরোধী ভাবনার মিশেল **১৪২**
লেখক : লিলি সরকার[১]

শ্রীকৃষ্ণের মহামানব রূপের অন্বেষণে গজেন্দ্র মিত্রের পাঞ্চজন্য **১৪৯**
লেখক : সুলেখা সরদার[১]

'রোজগার', আধুনিকতা ও মেয়ে গোয়েন্দাদের গল্প **১৫৭**
লেখক : মিলন বিশ্বাস[১]

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির লড়ায়ে দুই নারীর জীবনকথা: 'ধুলোবালির জীবন' উপন্যাস অনুসঙ্গে **১৬৩**
লেখক : ডাক্তার মাহাত[১]

শঙ্খ ঘোষের কিশোর উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা **১৭১**
লেখক : সনৎ পান[১]

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে প্রান্তিক নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অবস্থান **১৮০**
লেখক : উৎপল ডোম[১]

রবিশংকর বলের স্বপ্নযুগ : স্বপ্ন ব্যর্থতার আখ্যান **১৯১**
লেখক : লালু মাইতি[১]

অভিজিৎ সেনের "বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর" উপন্যাসে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের আধুনিক রূপ-স্বরূপ **১৯৮**
লেখক : পিয়ালী দাস[১]

'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা ও মধ্যবিত্ত সংকট' **২০৫**
লেখক : বুবাই পিরি[১]

স্বাধীনতা উত্তর নির্বাচিত বাংলা উপকূলীয় উপন্যাসে অত্যাচারিত প্রান্তিক মানুষের প্রতিরোধ : একটি সমীক্ষা **২০৯**
লেখক : চন্দ্রশেখর আদক[১]

মণীন্দ্রলাল বসুর 'এষণা' : আধুনিক ও প্রাচীনের সংঘাত **২১৯**
লেখক : অঞ্জু মাহাত[১]

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা

বাংলা বিভাগ

হিজলি কলেজ

কুচলাচটি, হিজলি কো-অপারেটিভ, খড়গপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০৬

AMITRAKSHAR PUBLISHERS

AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

website.: www.amitrakshar.co.in

Email.: amitraksharpublishers@gmail.com

Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata - 700068

Phone :. 9735768900

website.: www.amitrakshar.co.in/book/

Price: ₹ 400.00

ISBN: 978-93-6008-989-4

(Hardback)